তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল ও পথসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেট, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ও এফআরডিআই ব্যাঙ্কিং বিলের বিরুদ্ধে পথে নামল তৃণমূলের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন। রবিবার এগরা মহকুমা আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে এগরা শহরে ধিক্কার মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। প্রথমে এগরার দিঘা মোড় থেকে ধিক্কার মিছিল শুরু হয়ে পুরো এগরা শহর পরিক্রমা করা। দিঘামোড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। তারপর এগরার দিঘামোড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার টেলি টাওয়ার ওয়ার্কার ইউনিয়নের সভাপতি উত্তম বারিক বলেন, শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষার জন্য পথে নামতে হয়েছে। নোট বাতিলের জন্য কয়েক হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছে। কৃষকরা রাজধানীতে গিয়ে আত্মহত্যা করছে। ৩৪ বছর বিগত বাম সরকার বাংলাকে শেষ করে দিয়েছে। তৎকালীন বাম সরকার বাংলার শ্রমিক ও কৃষককে নানাদিক থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল।

বর্তমান তৃণমূল সরকার সমস্ত স্তরের শ্রমিকদের সাহায্য করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের জন্য কিছুই করেনি। জিএসটি লাগু করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মহারা হয়েছেন। সারাদেশ বেকারত্বে জর্জরিত। উপস্থিত ছিলেন এগরা মহকুমা আইএনটিটিইউসির সভাপতি মানস রায়, সম্পাদক সেক সুরজ আলি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কন্টাক্টচুয়াল লেবার ইউনিয়নের সভাপতি সন্দীপ পাত্র, এগরা শহর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৌস্তভ দাস, এগরা ২ ব্লকের পরিবহণ ইউনিয়নের সভাপতি সুধাকান্ত বারিক, নীলাঞ্জন মাইতি, নির্মল পাত্র, শাক্যসিংহ জানা, সত্য চক্রবর্তী, বাবাই পাণ্ডে প্রমুখ।

১৬ দলীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুগবেড়িয়া ঃ মুগবেড়িয়া নব প্রজন্ম ক্লাবের পরিচালনায় দুদিন ব্যাপি নকআউট ফুটবল শেষ হল। মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। ফাইনালে ভূপতিনগর প্রগতি সংঘ ও মাধাখালি লিপি স্পোর্টস্ পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এই খেলায় প্রগতি সংঘ ১-০ গোলে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা লাভ করে। চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি-সহ নগদ ৩০ হাজার টাকা রানার্স দলকে ট্রফি-সহ নগদ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। খেলায় মাঠে প্রচুর দর্শক উপস্থিত হয় বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিত চোখে পড়ার মত ছিল। পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত, ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ পন্ডা, চ্যাম্পিয়ন ট্রফির দাতা ক্রীড়াপ্রেমী প্রেম কুমার। ম্যাচ গুলির রেফারি ছিলেন সমীরণ মাইতি, অক্ষয় বেরা, শঙ্কর মন্ডল, রঞ্জিত মির্ধা, সপ্তশ্রী মন্ডল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঞ্জিত মান্না, সঞ্চালনা করেন রাজকুমার সামন্ত। ক্লাবের সম্পাদক সোমেশ হাজরা সবাইকে অভিনন্দন জানান।

শেষ হল বিবেকানন্দ গ্রামীণ মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি ঃ গত ৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া কেশিয়াড়ি ব্লকের খাজরা পল্লীপ্রাণ ক্লাবের আয়োজনে বিবেকানন্দ গ্রামীণ মেলা শেষ হল। এদিন প্রত্যেক বছরেই ন্যায় আয়োজন করা হয় হাতিগেড়িয়া থেকে খাজরা পর্যন্ত ৫ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতার। এই প্রতিযোগিতায় এলাকার ছোট ছোট ছেলে থেকে বয়স্ক ছেলে ও মেয়ে মিলিয়ে প্রায় শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। শনিবার সন্ধ্যায় ছিল কয়েক দিন ধরে চলে আসা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগীদের নিয়ে পুরস্কার বিতরণী সভা। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মঞ্চে উপস্থিত অতিথিরা। এই মেলার স্মরণিকা প্রকাশ করেন খাজরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুভাষ জানা। এই পল্লীপ্রাণ ক্লাব দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে এলাকার মানুষের মনে আনন্দ দিতে ও তাঁদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে এই বিবেকানন্দ গ্রামীণ মেলার আয়োজন করে আসছে।

ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায় ও এলাকার সমস্ত মানুষদের আর্থিক সহযোগিতায় এই মেলা হয়ে আসছে। শনিবার সন্ধ্যায় এই পুরস্কার বিতরণী সভা উপলক্ষ্যে এলাকার সমস্ত কচিকাঁচা শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। শেষদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাজরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুভাষ জানা, খাজরা বনক্ষেত্রের আধিকারিক টুটু বাওয়ালি, সমাজসেবী রাজকুমার গিরি, খাজরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক রামচন্দ্র দাস, মেলা কমিটির সভাপতি বলাই সানকি, মেলা কমিটির কার্যকারী যুগ্ম সম্পাদক রঞ্জন দুয়া, কার্যকারী সভাপতি অচিন্ত্য মাহালা, কোষাধ্যক্ষ তুহিন পাত্র, মেলার অন্যতম সদস্য দেবাশীষ দাস-সহ ক্লাবের সমস্ত সদস্যরা।

যুব সংগঠনের ভলিবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ যুব মনে সুস্থ মনন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বামপন্থী যুব সংগঠন ডিওয়াইও বেলদা লোকাল কমিটি আয়োজন করল দিবারাত্রি ভলিবল প্রতিযোগিতার। এদিন দেউলির শিবালয় মন্দির প্রাঙ্গণের মাঠে ৮টি দলকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা সংগঠিত হয়। এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ ও ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে এক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। এলাকার ও এলাকার বাইরে থেকে আসা আটটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সূর্য পড়্যা, রাজ্য কমিটির সদস্য সুশান্ত পানিগ্রাহী, এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক তথা অধ্যাপক বিভূতি দে, অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক তপনেশ দে, শিক্ষক প্রদীপ দাস, অনন্ত জানা-সহ সংগঠনের বেলদা লোকাল কমিটির সভাপতি মনোজ কর, সম্পাদক কমল পাত্র ও অন্যান্যরা। এদিন খেলার উদ্বোধন করেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

পথের সাথী ক্লাবের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়না থানার অন্তর্গত পাঁচপুকুরিয়া গ্রামে অবস্থিত পাঁচপুকুরিয়া পথের সাথী ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এই উপলক্ষ্যে রবিবার আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিবর্গ সম্বর্ধনা ও বস্ত্রবিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়না পঞ্চায়েত সমিতির শিশু, নারী কর্মাধ্যক্ষা সবিতা সিংহ, ময়না রাজপরিবারের শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র, সমাজসেবী অভিজিৎ আদক-সহ বিশিষ্টরা। ক্লাবের সভাপতি শুভাশিষ সাঁতরা জানান, মোট পাঁচদিন ধরে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। এটি এদের ১৩তম বর্ষের প্রয়াস।

এছাড়া চক্ষু পরীক্ষা শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

ভারতী ঘনিষ্ঠের শ্বশুরবাড়িতে তল্লাশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাসপুর ঃ দাসপুরে রাজশেখর পাইনের শ্বশুরবাড়িতে তল্লাশি চালাল সিআইডি। সকালে প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানায় যায় সিআইডি-র ১২ জন সদস্যের একটি দল। সেখান থেকে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সকাল ১১টা নাগাদ দাসপুরের রাধাকান্তপুরে রাজশেখরবাবুর শ্বশুর গোপাল মাইতির বাড়িতে হানা দেন গোয়েন্দারা। বর্তমানে মোহনপুর থানার ওসি পদে কর্মরত প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ ঘনিষ্ঠ রাজশেখর পাইন। এর আগে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর এবং ঘাটাল থানায় অফিসার ইনচার্জ পদে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের নামে উত্তর ২৪ পরগণার গরু ব্যবসায়ী ইউনিস আলি মন্ডলের কাছ থেকে ৪৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সিআইডি-র তরফে সমগ্র তল্লাশি অভিযানের ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়। বিষয়টি গোপন রাখতে এলাকায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

একদিনের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ এগরা ২ ব্লক ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে স্বর্গীয়া গঙ্গামণি দুয়ারী স্মৃতি একদিনের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হল। রবিবার এগরার দোঁবাধি সোনারতরী ক্লাব প্রাঙ্গণে। প্রতিযোগিতায় মোট ৩২টি দল যোগ দিয়েছে। খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় দাউদপুর পল্লী উন্নয়ণ সংঘ। রানার্স হয় উদ্ভভপুর বীণাপাণি মিলন সংঘ। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে যথাক্রমে ১ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং রানার্স দলকে ৫০০ টাকা ও ট্রফি তুলে দেওয়া হল। মাঠে ভিড় ছিল ভালই। উপস্থিত ছিলেন এগরা ২ ব্লক ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সন্দীপ পাত্র, এগরা ২ ব্লকের বিডিও রবীন্দ্রনাথ বারুই, শিক্ষক রাজকুমার দুয়ারী, চন্দন পানিগ্রাহী প্রমুখ।

রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা রোড ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোডের ফুটবল মাঠে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের পশ্চিম মেদিনীপুর শাখার ডাকে প্রকাশ জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হল রবিবার। উক্ত এই জনসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের মধুসূদন মিশ্র। সম্পাদক শ্রীধর মিশ্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্বরা। উক্ত এই দিন সকালে ৫১ জন পুরোহিত নিয়ে বাংলার মঙ্গল কামনায় কয়েক ঘন্টা ধরে চলে হোমযজ্ঞ। তারপর চন্দ্রকোনা রোড এলাকায় কাসর -ঘন্টা বাজিয়ে একটি মিছিল করার পর শুরু হয় সমাবেশ। কয়েক হাজার ব্রাহ্মণ সমাজ মিছিলে সামিল হন। সমাবেশকে সামনে রেখে প্রায় ৯ দফা দাবি নিয়ে চলে আলোচনা। এই নয় দফা দাবি নিয়ে পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হবে সংগঠনের পক্ষ থেকে। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে প্রত্যেকটি ব্লকে সংস্কৃত টোল তৈরি করা। জেলায় আলাদা করে সংস্কৃত কলেজ গড়া। গরীব এবং বৃদ্ধা ব্রাহ্মণদের বার্ধক্য ভাতা দেওয়া। ব্রাহ্মণ সমাজের গরীবদের গীতাঞ্জলী দেওয়া। শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের চাকরি দেওয়া-সহ প্রায় নয় দফা দাবি রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ মুখ্যমন্ত্রীর জঙ্গলমহল সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি বেলপাহাড়িতে প্রশাসনিক সভাতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী আর তার জেরেই একপাশে চলছে হেলিকপ্টার মহড়া পাশাপাশি এই ব্লকেই শিমুলপাল অঞ্চলের কুসুমডাঙা সভায় সিপিএম থেকে প্রায় দুশো কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর আসাকে ঘিরে জেলাজুড়ে চলছে মিটিং মিছিল। প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর বেলপাহাড়ির জনসভা করার পর ১৬ ফেব্রুয়ারি জেলার পুলিশ সুপারের মিটিং হলে প্রশাসনিক সভায় যোগ দেবেন তিনি। এদিনের হেলিপ্যাড ও সভাস্থল পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন আইজি পশ্চিমাঞ্চল রাজীব মিশ্র, আইবি অ্যাডভাইজার ওপি গুপ্তা। জেলার ডিএম আর অর্জুন, পুলিশ সুপার অমিতকুমার ভরত রাঠোর-সহ একাধিক আধিকারিকেরা।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মমহোৎসব উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলটিকরী ঃ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ ১৩০তম জন্মমহোৎসব ও আঞ্চলিক সৎসঙ্গীবৃন্দের ৩০তম পূর্তি উৎসব আয়োজিত হল কুলটিকরী সৎসঙ্গ কেন্দ্রে। পরম পুজ্যপাদ আচার্যদের শ্রীশ্রী দাদার আশীর্বাদে এবং পূজনীয় বাবাইবাবুর ঐশী প্রেরণায় পরম প্রেমময় শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ ১৩০তম জন্মমহোৎসব কুলটিকরী সৎসঙ্গ কেন্দ্র মন্দির প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এদিন সকাল থেকে নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন সকাল থেকে বেদমাঙ্গলিকী পাঠ করে সমস্ত ভক্তদের নিয়ে নগরকীর্তন বের হয়ে সারা কুলটিকরী বাজার পরিক্রমা করে। তারপরেই আয়োজন ছিল মাতৃ সম্মেলন-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে সাধারণ সভার। এই সভা থেকে ঠাকুরের দীর্ঘজীবন, বাণী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কয়েক হাজার ভক্ত উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। তাঁরা প্রত্যেকেই ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের প্রতিকৃতির সামনে প্রণাম করে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার ভক্ত প্রসাদ সেবন করেন।

মধুমাসে মারমুখী মৌমাছিরা! মরলো গরু-ছাগল, হাসপাতালে একাধিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ মধু খেয়ে পালাচ্ছে মধু শিকারি বাজপাখি, ঘুলে আক্রান্ত নিরীহ গ্রামবাসীরা, এমনকি প্রাণ যাচ্ছে অবলা গরু-ছাগলের। এই পরিস্থিতি নতুন নয়, চিরাচরিত। প্রতিবছর এই সময় জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রান্তে 'বাঘ' মৌমাছির আক্রমণে আক্রান্ত হয় গ্রামবাসীরা। গত শনিবার ঝাড়গ্রামের ভেঁটিলিগ্রামে কম-বেশি ১১ জন গ্রামবাসী এই মৌমাছি আক্রমণের মুখে পড়েছে। একটি গরু ও একটি ছাগল ঘটনাস্থলেই মারা যায়। কীভাবে ঘটল এই ঘটনা? কে ঢিল ছুঁড়ল মৌচাকে? আক্রান্তদের কথায়, এই বসন্তকালে বা মধুমাসে আমের মুকুল ও সজনে ফুলের মধু পেতে আগাম বিভিন্ন গ্রামের বড়ো গাছের ডালে চাক বসে বাঘ মৌমাছিদের। অধিকাংশ চাকেই মধু থাকে। এক ধরণের বাজপাখি আছে তারা আবার মধুশিকারি। তাদের মধু শিকারের কৌশল অদ্ভুত চালাকির। ডানায় কাঁটা আছে। মধু ভর্তি চাকের সামনে গিয়ে ডানার ঝাপটায় মাছি সরিয়ে চটজলদি মধু খেয়ে উড়ে পালায়। মানুষ, ছাগল-গরু অন্যান্যদের পাশ ঘেঁষে পালানোর উপায় বেছে নেয়। পিছনের ধাওয়া করা মৌমাছিরা তাকে না পেয়ে এদের উপর আক্রমণ করে। ভেঁটিল গ্রামের ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। বেলা ১১টা নাগাদ, সবাই কর্মব্যস্ত ছিলেন। ঝাঁক মৌমাছিরা প্রথমে উঠোনের সামনে একটি গাই গরু, একটি ছাগলকে বিঁধে মেরে ফেলে। তারপর সুযমা মাহাতো ও প্রভাতী মাহাতো দুই নাবালিকাকে আক্রমণ করে মৌমাছির দল। মা বিমলা শিশু অনুপকে কোলে নিয়েই আক্রান্তদের বাঁচাতে গেলে সবাই আক্রমণের স্বীকার হয়। আক্রান্তদের বেশিরভাগ হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও এক গ্রামবাসী এখনও ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, জঙ্গলমহলে এই ধরণের মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহের কাজে পটু ছিল আদিজনজাতির একাংশ। কাঁচা বেগনা পাতা ও খড়ের মিশ্রিত ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়িয়ে মৌচাক ভাঙত। গ্রামবাসীদের সতর্ক করেই এই কাজ তারা করত। এক্ষেত্রে অনেক সময় ধোঁয়াতে আগুন ধরে কিছু মাছি মারা যেত। গ্রামবাসীরাই এই পদ্ধতি বন্ধ করে দেয়। অদ্ভুতভাবে সজাগ হয়ে যায় এই মৌমাছিরা। মানুষের নাগালের বাইরে বড়ো গাছ বা জলের ট্যাঙ্কে দলবদ্ধভাবে চাক বাঁধতে শুরু করে। ঝাড়গ্রামের সর্ডিহা রেল স্টেশনের ঢোকার মুখে বড় শিমুল গাছে এভাবেই বছরভর চাক বেঁধেছে মৌমাছিদের দল। এই চত্বরে এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি বলে জানা গিয়েছে। এক অভিজ্ঞ প্রবীণ গ্রামবাসীর কথায়, স্থানীয়ভাবে ওই পাখিকে আমরা শিকরা নামে চিনি, পায়রার চাইতে একটু বড়ো। ছাই রঙের দেখতে। ডানায় কাঁটা আছে। ডানার ঝাপটেই ছোঁ মেরে মুরগির বাচ্চা মেরে ফেলতে পারে। এই এলাকায় বহু বছর ধরে শিকারার এই মধু চুরির জন্য বাঘ মৌমাছিরা অন্যদের আক্রান্ত করেছে। সে কারণেই গ্রামে এই সেয়ানা পাখি ঢুকলেই মুরগিরা ডেকে জানান দেয়। মৌমাছির হুলের বিঁধুনির থেকে রেহাইয়ের জন্য এই পাখি গ্রামে ঢুকলেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবুও চোরের মতো এসে বিপত্তি ঘটায়। স্থানীয় সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ বিমল মাহাতো রসিকতার সঙ্গে বলেন, এ না হয় প্রকৃতির নিয়মের ফলে, মানুষ ও অন্যরা আক্রান্ত, আমাদের বাস্তব জীবনেও একই হাল, মধু খাবে মধু চোরেরা, হুল ফুটছে নিরীহদের গায়ে।